সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৩

Dr. Muhammad Abdur Razzaque MP
Minister
Ministry of Agriculture
Government of the People's
Republic of Bangladesh

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম.পি
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লালিত স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ করে উন্নয়নশীল দেশের দ্বারপ্রান্তে। বেশীর ভাগ উন্নয়ন সূচকে প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে উন্নয়নে রোল মডেল। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য বিশ্ববাসীর কাছে বিস্ময়। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষির সকল অনুষঙ্গকে সমভাবে ও সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দিয়ে অংশীজনদের সকলকে একই ছাতার নিচে এনে সুপরিকল্পিতভাবে কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য তৈরী করা হয়েছে "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০। এই নীতির আলোকেই প্রণীত হয়েছে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা ।

বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি উন্নয়নে নানা ধরনের কৃষিবান্ধব নীতি ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে যার মধ্যে অত্যাধুনিক কম্বাইন হারভেস্টর, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি রয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে কৃষিতে রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে উচ্চফলনশীল, ক্ষরাসহিষ্ণু, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও অন্যান্য প্রতিকূলতাসহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য উপকরণে সরকারি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এসবের ব্যবহার জনপ্রিয়করণ, শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কৃষিখাতে অর্জিত সাফল্যকে ধরে রেখে কৃষিকে লাভজনক করা এবং আগামী দিনের চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এখন লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে শ্রম ও মেধা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ কর্মপরিকল্পনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে কৃষিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। আমি জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

Room # 426, Building # 4, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Phone # +88-02-9549277, Fax # +88-02-9540555, E-mail: minister@moa.gov.bd

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধামুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে এদেশের মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্ন রচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। অধিক খাদ্য উৎপাদন করে দেশের সকল মানুষের খাবার জোগান দেওয়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনা করে তিনি কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বিগত কয়েক দশকে এদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষির প্রতি মনোযোগ এবং উন্নয়ন প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশ আজ দানাদার ফসলসহ ফলমূল, শাক-সবজি উৎপাদনে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া অন্যান্য ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প জীবন কালের ফসলসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ঘাত সহিষ্ণু ফসলের প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব সাফল্যের মূলে রয়েছে কৃষি প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকের স্বতঃস্ফুত অংশগ্রহণ।

কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় দক্ষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মতো 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ১৯৯৬' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

কৃষি কর্মকান্ডে কৃষক ছাড়াও কৃষি উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ভোক্তাদের বহুমূখী খাদ্য চাহিদার দিক লক্ষ্য রেখে ফসল ধারার পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত যুব সমাজ কৃষির বহুমূখী কর্মকান্ড যেমন-কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, নুতন নুতন উচ্চ মূল্য ফসলের চাষাবাদ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কর্মকান্ডে নিয়োজিত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বহুমূখীকরণ এবং আধুনিকীকরণ আজ সময়ের দাবী। সেসব দিক বিবেচনায় "জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" কৃষি সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম বহুমূখী করার প্রয়াস। এতে কৃষক ছাড়াও উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে কৃষি সম্পর্কিত নানামূখী সেবা প্রদান করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বহুমূখী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণের সংগে নিয়োজিত সংস্থার সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কর্মপরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়াহয়েছে। বিশেষ করে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড গতিশীল করার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক কৃষি পরিবেশের প্রভাব দৃশ্যমান। সে কারণে সরকার গৃহীত ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর আলোকে দেশের ৬টি হটস্পট যথা: উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা এবং নগর অঞ্চলের কৃষির ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে এ নীতিতে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

"জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা " প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, কৃষক, জনপ্রতিনিধি, কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনাটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এদেশের কৃষিখাত আরো সমৃদ্ধশালী হবে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ওয়াহিদা আক্তার)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	
২.	কৃষি (ফসল) খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ	
৩.	কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	
৪.	কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি	
৫.	সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার ম্যাট্রিক্স	
৬.	উপসংহার	
পরিশিষ্ট ১	মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক	
পরিশিষ্ট ২	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি	

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০

১. ভূমিকা

১.১ কৃষি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বপ্রথম ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক প্রথমবারের মতো 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' প্রণয়ন করা হয়। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং দেশ অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলা করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণে গতিশীলতা আসে। এ নীতি প্রণয়নের পর প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি) পদ্ধতির স্থলে বিকেন্দ্রীভূত চাহিদা ও কৃষক সংগঠনভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ফসল খাতে নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করায় কৃষি উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা, খাদ্যপণ্য গ্রহণে বহুমুখী চাহিদা ও এ চাহিদার জোগান এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি প্রণয়ন একান্ত অপরিহার্য।

১.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলে রয়েছে কৃষি। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৩.৪৭ শতাংশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি খাত থেকে দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের যোগান আসে। তাছাড়া, প্রতি বছর প্রায় ২.২ মিলিয়ন নতুন মুখের জন্য ৩ লাখ টন অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান এ খাত থেকেই মেটাতে হয়। কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালও কৃষি খাতই সরবরাহ করে থাকে।

১.৩ জাতিসংঘ প্রণীত ১৭ টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অন্যতম। সুষম খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের সাথে সম্পর্কিত। বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে নানাবিধ উপায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে পুষ্টিমান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশে প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি জমি হ্রাস পেলেও গত তিন দশকে ধান, আলু, ফল, সবজি ও ভুট্টার উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। অন্যদিকে মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ডাল, তেলবীজ ও মসলার চাহিদা বাড়ছে, যা অধিক আমদানি করে চাহিদা মেটানো হচ্ছে। তবে উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে এসকল ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সফলতা অর্জনে গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার যথেষ্ট অবদান রেখেছে, যা অধিকতর শক্তিশালীকরণ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী অধ্যুষিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিকে লাভজনক পেশা হিসেবে গড়ে তোলা এবং উন্নত পুষ্টিমানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাসহ এসডিজি-২০৩০ অর্জনে অনেকগুলো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, যার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম। এ সকল দুরূহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকল অংশীজনের সুদৃঢ় ভূমিকা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যুগোপযোগী নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি।

১.৪ জনগণের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুস্থ জাতি গঠনে নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদনের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বালাইনাশক ও অন্যান্য রাসায়নিক এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার এবং শস্য বহুমুখীকরণ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, কৃষিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষিত ও তারুণ্যদীপ্ত কৃষিভিত্তিক নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ায় কৃষি ক্রমশ বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের পরিধি বহুমুখী করা এবং এসব বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণের মূলধারায় আনার লক্ষ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়াও সারা দেশে বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ডিলার, এনজিও, কৃষি সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম রয়েছে। এসকল জনবলকে মূলধারায় এনে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে গতিশীল ও যুগোপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন।

১.৫ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রার উচ্চ তারতম্য, খরা, ঝড়, বন্যা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ইত্যাদি এখন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সংগে জড়িয়ে আছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, বরেন্দ্র, পার্বত্য, হাওর, চর, নদী ও মোহনা বিধৌত অঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের কৃষি ক্রমশঃ ঝুঁকিপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে পড়েছে। তাই এসব এলাকায় চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে আশার বিষয়, ইতোমধ্যে গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পজীবনকাল, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, তাপ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে কৃষিতে দৃশ্যমান অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবের গতি প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতিকারে করণীয় সম্পর্কে কর্মকৌশল এবং এ সম্পর্কে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, গবেষণা উদ্ভূত প্রযুক্তি ও জ্ঞান দ্রুত সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

১.৬ ই-কৃষির ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানিং ই-মেইলে পত্র আদান-প্রদান, ই-ফাইলিং, কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে কৃষি বাতায়ন, কৃষকের জানালা, কৃষি কল সেন্টার ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তির অনলাইন ও অফলাইন অ্যাপস, ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কৃষকদের সাথে তথ্য আদান-প্রদান, কৃষকদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্ত:যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রিন্ট মিডিয়ায়ও কৃষি বিষয়ক সফলতার ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া, অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান, যেমন-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি (Internet of Things), স্যাটেলাইট ইত্যাদির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে।

১.৭ সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবসা একটি বহুমাত্রিক খাত হিসেবে উন্নয়নের অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবসার পরিসর বৃহৎ, যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যাগ যেমন দেখা যায় তেমনি কৃষি শিল্পের কাঁচামাল যোগানের উৎস হিসেবেও এ খাত কাজ করছে বিধায় এটি কর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। বিদেশ থেকে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানির পাশাপাশি এদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। কৃষিজাত পণ্য যেমন- ফুল, ফল, শাক সবজি, প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে। কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে ফসল বহুমুখীকরণ, চুক্তিবদ্ধ খামার পদ্ধতি ও বাজার সংযোগ সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। অবকাঠামো তৈরি করে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনসহ উন্নত বিপণনের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১.৮ সময়ের চাহিদায় জীবিকা নির্ভর কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এলাকা বিশেষে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা মোকাবেলায় লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন (Value chain) ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। তাই এসব বিষয়সহ সরকারের বিদ্যমান কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি যেমন-জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০, জাতীয় খাদ্য আইন ২০১৩, আইসিটি নীতি ২০১৫, ই-কৃষি ভিশন ২০২৫, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-২০২১-২০২৫, বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান ২১০০, সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতি ২০১৭, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮, কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল ২০১৬, নার্সারী গাইডলাইনস ২০০৮ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' হালনাগাদ করে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে যার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন।

১.৯ 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কৃষি খাতের বিকাশমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে কৌশলগত উপাদানসমূহ ব্যবহার করে সম্প্রসারণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। তাই এ নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক হবে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. কৃষি (ফসল) খাতের মূল প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ

কৌশলগতভাবে চলমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে কৃষি খাতের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.১ জমির ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ:

বর্ধিত জনসংখ্যার নানাবিধ প্রয়োজনে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। ফলে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

২.২ ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রকৃষকের সংখ্যাধিক্য:

দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে খামার আয়তন অনুযায়ী ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যাই বেশি। জমির বিভাজন ও মালিকানা কৃষিতে স্থায়িত্বশীল বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যকর ভূমি ব্যবহারে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

২.৩ মাটির স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি:

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, উচ্চফলনশীল জাতের আবাদ ও কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন যথাযথ অনুসৃত না হওয়া, মাটির পুষ্টি উপাদানে নিম্নমাত্রা, জৈব পদার্থের ঘাটতি, সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার না করা, বালাইনাশকের অপরিমিত ব্যবহার, বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ধুয়ে গিয়ে জমি অনুর্বর হওয়া ও খাল-নদীর তলদেশ ভরে গিয়ে পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়া, ফসলী জমির উপরিস্তরের উর্বর মাটি অপসারণ ও অকৃষি কাজে ব্যবহার, কৃষি জমির উপর দিয়ে শিল্পজাত ও নগর বর্জ্যের নির্গমন, নদ-নদীর পানির দূষণ, ভূগর্ভস্থ সেচের পানিতে আর্সেনিকসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি ইত্যাদি ক্রমাগতভাবে মাটির স্বাস্থ্যের সার্বিক অবনমন ঘটাচ্ছে।

২.৪ সেচ পানির অপ্রতুলতা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা:

সেচ পানির অদক্ষ ব্যবহার এবং অপরিকল্পিতভাবে উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগতভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতাও দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে নদী ও জলাশয় ভরাট এবং মৌসুমি অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের ফলে ভূগর্ভস্থ জলাধার পুনর্ভরণে ও ভূপৃষ্ঠস্থ সেচ পানি প্রাপ্তিতে অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে।

২.৫ দানাদার ফসল উৎপাদনে অধিকতর গুরুত্ব:

খাদ্যাভ্যাসের কারণে এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াসে দানাদার ফসল চাষাবাদে এ দেশের কৃষকের আগ্রহ অধিক। একারণে ফসল উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং হাইব্রিড সবজি ও ফলসহ উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অগ্রগতি সীমিত।

২.৬ কৃষির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনিয়মিত বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, উপকুলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, হাওর এলাকায় আগাম বন্যা, উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রাজনিত ঘাতসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই আঘাত হেনে কৃষিকে বিপর্যস্ত করে তুলছে এবং কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২.৭ পরিমিত মাত্রায় মানসম্মত উপকরণের অভাব:

মানসম্মত বীজ ও বালাইনাশক, সময়মত ও পরিমিত সেচ প্রদান এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহারে সচেতনতা কাংখিত স্তরে উন্নীত হয়নি।

২.৮ চলতি মূলধনের অভাব:

আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত জাত, সুষম সার, সেচ ইত্যাদি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। সীমিত সম্পদের অধিকারী ভূমিহীন ও বর্গাচাষী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ উৎপাদনশীল সম্পদ সংগ্রহ এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত জটিলতার সম্মুখীন হয়।

২.৯ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ধীর গতি:

সময়ের বিবর্তনে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ যন্ত্র নির্ভর হয়ে উঠছে। জমি চাষ, ধানসহ বিভিন্ন ফসলের সেচ ও মাড়াই কৃষি যন্ত্রপাতি নির্ভর হলেও প্রধান ফসল ধানের চারা উত্তোলন, চারা রোপণ, ফসল কর্তন, ফসল শুকানোসহ বড় ধরনের অনেক কাজই এখনও মানব শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। মূলধনের অভাব, কৃষি যন্ত্রের উচ্চ মূল্য, জমির বন্ধুরতা, জমির ক্ষুদ্রায়তন, যন্ত্রপাতি চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এখনও কাংখিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

২.১০ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘাটতি:

কৃষি উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় শিল্প ও নগর বর্জ্যসহ অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা দূষণ এবং ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ সামগ্রিক পরিবেশের ওপর হুমকি মোকাবিলা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যে কৃষি উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) সহ বিভিন্ন উত্তম কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে উত্তম কৃষি পদ্ধতি (GAP) সার্টিফিকেট প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের গতি বেশ ধীর।

২.১১ সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে ঘাটতি:

খামার পর্যায়ে ফসল, প্রাণি ও মৎস্য উৎপাদনে কৃষকগণ কর্তৃক সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা হলেও সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ বিভাগ/সংস্থাসমূহ আলাদাভাবে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

২.১২ বাজার সংযোগ সৃষ্টি এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অনগ্রসরতা:

সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ নজর দেয়া হলেও উৎপাদকদের সাথে বাজার সংযোগ সৃষ্টি, কৃষি পণ্যে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় ও কৃষি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া, বাজার ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ প্ল্যাটফর্মের অভাব রয়েছে।

২.১৩ তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত কার্যকর আইসিটি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা:

তৃণমূল পর্যায়ে পর্যাপ্ত কার্যকর ও দক্ষ আইসিটি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার অভাবে এলাকাভিত্তিক ফসল উৎপাদনে কারিগরি তথ্য ও সেবা প্রদান, মাটি, পানি, চাষ প্রথা, মালিকানা এবং কৃষকের ডাটাবেজ তৈরির কাজ পিছিয়ে রয়েছে।

২.১৪ কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে কাংখিত সমন্বয়ের অভাব:

কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের স্বল্পতা এবং সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে শস্য, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য ক্ষেত্রে গবেষণা এবং সম্প্রসারণ সম্পর্ক জোরদার করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প সহায়তায় বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করা হলেও নানাবিধ কারণে তা স্থায়িত্বশীল হয়নি। এই আন্তঃযোগাযোগ বা সমন্বয় বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমও সীমিত। সামগ্রিক বা স্থানীয় পর্যায়ে আন্তঃযোগাযোগ এখনও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। কৃষি শিক্ষা-গবেষণা-সম্প্রসারণ যোগাযোগ নিবিড় না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে যথাসময়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্ভব হচ্ছে না এবং দক্ষ সম্প্রসারণ ব্যবস্থা কার্যকর করা যাচ্ছে না।

২.১৫ সম্প্রসারণে অর্থ বরাদ্দ:

সরকারি পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার কর্মকান্ড অনেকাংশে প্রকল্প নির্ভর। অপরদিকে রাজস্ব বরাদ্দের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অনেকটা সীমিত।

২.১৬ আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব:

সার্বিক কৃষি উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনে কর্মরত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

২.১৭ অস্থায়ীত্বশীল কৃষক গ্রুপ/সংগঠন: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডসহ কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ করে থাকে। এ সকল সংস্থায় বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প চলাকালীন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে পৃথক পৃথক গ্রুপ গঠন করে কাজ করার কারণে প্রকল্প সমাপ্তির পর গ্রুপ/সংগঠনগুলো স্থায়িত্ব লাভ করছে না। এতে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সুনির্দিষ্ট এ্যাপ্রোচ গড়ে উঠছে না, ফলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে না।

৩. কর্মপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

০৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প (Vision): নিরাপদ, টেকসই, বহুমুখী ও লাভজনক কৃষি ।

অভিলক্ষ্য (Mission): সকল শ্রেণির কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত সহনশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, টেকসই ও পুষ্টিসমৃদ্ধ লাভজনক ফসল উৎপাদন।

৩.১ মূল উদ্দেশ্য:

৩.১.১ খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি

৩.১.২ শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিরাপদ ও পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন

৩.১.৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও জলবায়ু উপযোগী আধুনিক পরিবেশ বান্ধব সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৩.১.৪ খামার যান্ত্রিকীকরণ, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষকদের সহায়তা প্রদান

৩.১.৫ চাহিদাভিত্তিক রপ্তানিমুখী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কৃষি শিল্পের প্রসার ও কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা

৩.১.৬ অংশগ্রহণমূলক গবেষণা (Participatory Research) কাজে সহায়তা প্রদান

৩.১.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা

৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য:

- উত্তম কৃষি পদ্ধতি (Good Agricultural Practices) সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন, বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ এবং ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অংশীজনদের সহায়তা প্রদান
- কৃষি আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ফসল উৎপাদনে লাগসই প্রযুক্তি ও জ্ঞান ব্যবহার এবং বিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা

- কৃষির বাণিজ্যিকীকরণে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কৃষক গ্রুপ গঠন করে কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী সম্প্রসারণ সেবা প্রদান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উৎস হতে অর্থের সংস্থানে সহায়তা প্রদানপূর্বক বিপণন সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- চর, উপকূলীয়, হাওর, পাহাড়ী, প্লাবন ভূমি ইত্যাদি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকায় বর্তমানে কৃষকের নিজস্ব চিন্তা-প্রসূত ও ব্যবহৃত প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযোগী ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
- স্থায়িত্বশীল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং বিকল্প লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘাত মোকাবেলা
- কৃষি বিষয়ক সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের (শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও পানিসম্পদ ইত্যাদি) সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষকের সার্বিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ
- নগর কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কারিগরী সহায়তা প্রদান
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সহযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্টদের সহায়তাকল্পে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ
- যুব ও মহিলা কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণে প্রণোদনা প্রদান
- সম্প্রসারণ সেবা দ্রুততম সময়ে প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিকাশমান ই-কৃষি ও ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ
- শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিতে আগ্রহী করা ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা

৪. কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি

৪.১ কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা:

কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক বা উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান এবং কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় গবেষণা উদ্ভূত জ্ঞান ও লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি কৃষক/কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে কারিগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। একই ধারাবাহিকতায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারজনিত সমস্যা (Feedback) সমাধানের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সমাধানের পর পুনরায় প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। সে হিসেবে সম্প্রসারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির প্রয়োগে টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বাজার সংযোগ, বাণিজ্যিক কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর অংশগ্রহণ, সরবরাহ চেইন ও মূল্য সংযোজন ধারা উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তায় চালনির্ভর খাদ্য ধারা পরিবর্তন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ ইত্যাদি কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সেবা প্রদানে সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও সরকারি পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, ইত্যাদি সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে । পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, বাণিজ্যিক ও তৃণমূল পর্যায়ে উপকরণ সরবরাহকারী সম্প্রসারণ কাজে নিয়োজিত।

৪.২ কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি

- বাংলাদেশে কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে একক কিংবা দলীয়ভাবে কৃষকের সমস্যা এবং চাহিদা সম্প্রসারণ কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান জোরদার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রসারণ

কর্মচারীগণ তথ্য প্রাপ্তি এবং পরামর্শ প্রদানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, মেলা আয়োজন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, মাঠ দিবস, কৃষি বিষয়ক টেলিভিশন চ্যানেল, কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল/ট্যাবে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি অ্যাপস (Apps) ব্যবহার ইত্যাদি অনুসরণে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে শীর্ষ থেকে নিম্নস্তরভিত্তিক কাঠামো ব্যবস্থাকে (top down) পরিবর্তন করে নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক (bottom up) অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া/সম্পর্ক তৈরি করা যাতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মচারী এক সাথে কাজ করতে পারে
- বিরাজমান পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদান করা
- অঞ্চলভিত্তিক কৃষি জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি (জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি, যান্ত্রিকীকরণ, পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন, পুষ্টি, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি) ও শস্য বিন্যাসের ভিত্তিতে চাষাবাদকে উৎসাহিত করা
- পাহাড়ী, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, হাওর-বাঁওড় বন্যাপ্রবণ, লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকাসহ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- মৌসুমব্যাপী ফসল উৎপাদন, বালাই ব্যবস্থাপনা, উত্তম কৃষি পদ্ধতি অবলম্বনে ফসল উৎপাদনের ওপর কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা করা

৫. সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার ম্যাট্রিক্স

ক্রমিক নং	নীতিমালার অনুচ্ছেদ ও কার্যক্রমের বিবরণ	বিদ্যমান অবস্থা (২০২২)	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল		বাস্তবায়নকারী সংস্থা
			২০২৫	২০৩০	
১	৫.১ অঞ্চলভিত্তিক চাহিদার আলোকে সম্প্রসারণ কর্মকৌশল:				
	ক) উপকূলীয় অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস
	১. উপকূল কেন্দ্রিক লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত (ব্রিধান ৬৭, ৭৩, ৭৮, ৯৭, ৯৯ ও বিনা ধান ১০, বিজেআরআই দেশি পাট ৮, ১০, বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬, বারি সূর্যমুখী ৩, বারি গম ২৫, বিডব্লিউএমআরআই গম ৪, ঈশ্বরদী আখ ৩৯, বিএসআরআই আখ ৪৫, ৪৬ ইত্যাদি) প্রদান করা	২০%	৪০%	৮০%	
	২. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি নারিকেল ২, বারি সফেদা ৩, বারি আমড়া ২, বারি বিলেতিগাব ১, বারি বাতাবিলেবু ৩, ৫, ৬, বারি বারি কুল ১, ৪, বারি কাগজী লেবু ১, বারি আম ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ ইত্যাদি)	৫%	১০%	২০%	
	৩. জোয়ার-ভাটা এলাকায় উপযোগী ধানের আবাদ (ব্রিধান ৫২, ৭৬, ৭৭ ও বিনাধান ২৩ ইত্যাদি)	১০%	৩০%	৭০%	
	৪. উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধসমূহ আধুনিকায়ন ও পুনর্নির্মাণ	৫০%	৭৫%	১০০%	
	৫. বরিশাল খুলনা অঞ্চলে ১৩৯ টি পোল্ডারে পানি ধরে রেখে খালগুলো খনন করে খাল বিহীন স্থানে ম্যানেজমেন্ট করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য স্লুইসগেট অপারেশনে ব্লক পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর সাথে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের যৌথভাবে কাজ করা	-	-	-	
	৬. পুকুর পাড়ে ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ (এলাকা)	৫%	১০%	২০%	
	৭. ঘেরগুলিতে লবণসহিষ্ণু সবজি ও ফল চাষ	১৫%	৩০%	৮০%	
	৮. মালচিং ও ডিবলিং রোপণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ	-	-	-	
	খ)) বরেন্দ্র অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট অসংখ্য খাস মজা পুকুর, খাল ও বিল পুনঃ খননের মাধ্যমে জলাধার সৃষ্টি করা	২০%	৩০%	৫০%	
	২. সারফেস ওয়াটারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা	৩০%	৪০%	৬০%	
	৩. সেচ কার্যক্রম বিস্তৃত করা	৫০%	৭০%	৯০%	
	৪. সৌর শক্তিতে পরিচালিত পাতকুয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	-	-	-	
	৫. পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ পদ্ধতির প্রচলন করা	৩০%	৫০%	৭০%	
	৬. খরাসহিষ্ণু ব্রি ধান ৭১, ৯৩, ৯৪ ও বিনাধান ১৭, ১৯, ২১, বারি গম ৩৩, বিডব্লিউএমআরআই গম ১, ২, ৩ সহ নতুন নতুন জাত এবং ডাল/তেল, তুলা, আখ জাতীয় শস্য ক্রপিং প্যাটার্নের মধ্যে এনে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো	২০০%	২০৫%	২১০%	
	৭. খরাসহিষ্ণু বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, বারি লাউ ৪, বারি শিম ৭, বারি পানিকচু ১, বারি সরিষা ১৪, বারি চীনাবাদাম ৮, ৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ২, বারি মিষ্টি আলু ১২, ১৬, বারি আলু ৩৭, বিএসআরআই আখ ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬ ইত্যাদি সম্প্রসারণ	-	-	-	
	৮. ক্রপিং প্যাটার্নে পাট, কেনাফ ও মেস্তা অন্তর্ভুক্তকরণ	-	-	-	
	৯. অম্লীয় মাটিতে ধানবিহীন ফসল আবাদে চুনের ব্যবহার	-	-	-	
	১০. বোরো ধানের আধুনিক জাত সম্প্রসারণ (ব্রি ধান ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি ধান ১০৪)	৭০%	৮০%	৯০%	
	১১. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি আম ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, বারি কুল ১, ৪, বারি বেল ১, বারি কদবেল ১, বারি আমলকি ১, বারি আতা ১, বারি পেয়ারা ২, ৪, বারি ড্রাগনফল ১, বারি জামরুল ৩, বারি লিচু ৩, ৪, ৫, বারি জলপাই ১, বারি কলা ১, ৩, ৫ ইত্যাদি)	১০%	২০%	৩০%	

	গ) হাওর অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. এগ্রোনোমিক ম্যানেজমেন্ট করে হাওড় অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুরমা কুশিয়ারা নদীর পানি উত্তোলনের জন্য লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি)ব্যবহার	১০%	২০%	৫০%	
	২. হাওর উপযোগী স্বল্প মেয়াদী কিন্তু উচ্চ ফলনশীল (ব্রিধান ৬৭, ৮৮, ব্রিধান ৯৬, ব্রি হাইব্রিড ধান ৮, বিনা ধান ২৫ ইত্যাদি) জাতের বোরো ধান সম্প্রসারণ	৪০%	৬০%	৮০%	
	৩. হাওর উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৩০%	৩০%	৮০%	
	৪. হাওর তীরবর্তী পলিমাটি বিধৌত স্থানে তেল, সবজি, মসলা চাষ সম্প্রসারণ (আলু, বাদাম, ঝাড়শীম, মরিচ, বেগুন, টমেটো, ধনিয়া পাতা বারি সরিষা ১৪, বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া ৩, বারি মিষ্টি আলু ১২, ১৬, বারি আলু ৪১, ৪৬ ও ৫৩ ইত্যাদি)	২০%	৩০%	৫০%	
	৫. বাঁধ দিয়ে ও প্রয়োজনে খাল খননের মাধ্যমে (আকস্মিক বন্যা প্রতিরোধে) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ	-	-	-	
	৬. কৃষি জমি সংরক্ষণে ইটভাটা ও শিল্পকারখানা যৌক্তিকিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ	-	-	-	
	৭. আখের সাথে সাথী ফসল চাষ	-	-	-	
	৮. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি আম ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, বারি লেবু ৪, বারি নারিকেল ২, বারি বাতাবিলেবু ৩, ৫, ৬ ইত্যাদি)	-	-	-	
	ঘ) পাহাড়ী অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. লেবু জাতীয় ফল, আনারস, কাজুবাদাম ও তুলা ফসলের সম্ভাব্য আবাদ	২৫%	৪৫%	৭০%	
	২. ভূমি ধস ও ক্ষয়রোধে বিশেষ প্রযুক্তি/ব্যবস্থা গ্রহণ করা	২%	৫%	১০%	
	৩. পানির অভাবে যেসব এলাকায় বোরো চাষ করা যাচ্ছেনা সেসব এলাকায় চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী (বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২ ইত্যাদি) আখ চাষ সম্প্রসারণ	৫%	২০%	৪০%	
	৪. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করে পাহাড়ী অঞ্চলে অধিক লাভজনক কৃষি ('জুম' চাষে উপযোগী আধুনিক জাত/প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ) দিয়ে পর্যায়ক্রমে 'জুম' প্রতিস্থাপন	-	৫০%	৯০%	
	৫. পাহাড়ী অঞ্চলে সেচ কাজে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, ড্রিপ পদ্ধতি ও স্প্রিংকলার পদ্ধতির ব্যবহার	-	-	-	
	৬. অম্লীয় মাটিতে ধানবিহীন ফসল আবাদে চুনের ব্যবহার	-	-	-	
	৭. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি মাল্টা ১, বারি লেবু ৪, ৫, বারি বাতাবিলেবু ৩, ৫, ৬, বারি কাগজী লেবু ১, বারি আম ৩, ৪, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, বারি কাঁঠাল ১, ২, ৩, ৪, বারি কলা ১, ৩, ৫, বারি লিচু ৩, ৪, ৫, বারি আমলকি ১, বারি ড্রাগনফল ১, বারি লটকন ১, বারি জলপাই ১ ইত্যাদি)	-	-	-	
	ঙ) প্লাবন ভূমি অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. দানাদার, ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উন্নত জাত সরবরাহ (বারি সরিষা ১৪, ১৭, ১৮, বারি সয়াবিন ৫, ৬, ৭, বারি চীনাবাদাম ৮, ৯, ১০, বারি খেসারী ২, ৩, বারি মসুর ৮, বারি মুগ ৬, ৮, বারি ফেলন ১, বারি পেঁয়াজ ৪, ৬, বারি রসুন ১, ২, ৩, ৪, বারি কালোজিরা ১, ঈশ্বরদী আখ ৩৪, কেনাফ ৯৫ ইত্যাদি)	৩০%	৫০%	৮০%	
	২. ডাল, তেল, সবজি ও মসলা চাষে চলমান সম্প্রসারণ প্রযুক্তি ও প্রকল্প জোরদারকরণ	-	১টি	১টি	
	৩. স্বল্পমেয়াদী আধুনিক ধান (ব্রি ধান ৬৩, ৮১, ৮৮, ৮৯ ও বিনা ধান ৭, ১১, ১৬, ১৭, ২২, হাইব্রিড ইত্যাদি) সম্প্রসারণ	৩০%	৫০%	৮০%	
	৪. জোয়ার-ভাটা এলাকায় উপযোগী ধান (বি ধান ৫২, ৭৬, ৭৭ ও বিনাধান ২৩সহ) আবাদ	৫%	২০%	৫০%	
	৫. রবি মৌসুমে অনাবাদী পতিত জমিতে নতুন ও উফশী আধুনিক জাতের ডাল, তেল, মসলা, গম, ভুট্টা, তুলা ও সবজি চাষ	১০%	২০%	৭০%	
	৬. রোপা আমন-বোরো-পতিত শস্য বিন্যাসে উফশী আধুনিক জাতের স্বল্পমেয়াদী আমন, সরিষা ও বোরো অন্তর্ভুক্তি (হেক্টর)	১ লক্ষ	২ লক্ষ	৩ লক্ষ	
	৭. পুকুর পাড়ে ও বসত বাড়িতে উচ্চ ফলনশীল জাতের সবজি (বারি তরমুজ ২, শশা, ফুলকপি, বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, ৮, ১১, বারি ঢেঁড়স ২, বারি বরবটি ২, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া, বারি করলা ২, বারি লাউ ৪, বারি ঝিঙ্গা ১, বারি ধুন্দল ১, চিচিঙ্গা, বারি পুঁইশাক ২ ও বারি শিম ৬, ৭), বিএসআরআই আখ ৪১, বিএসআরআই আখ ৪২ ও বিনা পাটশাক চাষ করে উৎপাদন ও আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধিকরণ	৪০%	৬০%	৮০%	
	৮. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি নারিকেল ২, বারি কলা ১, ৩, ৫ ইত্যাদি)	-	-	-	

	চ) মধুপুর অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস
	১. আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ফল (আম, মাল্টা, কমলা, ড্রাগন, পেয়ারা, কলা, লেবু ইত্যাদি) চাষ এবং সাথী ফসল হিসেবে আখ ও তুলা চাষ	২০%	৪০%	৬০%	
	২. আধুনিক বোরো জাত (ব্রি ধান ৮৪, ৮১, ৮৮, ৮৯, ৯২, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি ধান ১০৪, ১০৫ এবং বিনা ধান ১০, ১৪, ২৪, ২৫ ও হাইব্রিড ইত্যাদি) সম্প্রসারণ	৩০%	৭০%	৯০%	
	৩. উচ্চ ভূমিতে উন্নত জাতের আনারস (এমডি ২ জাতসহ), কফি (অ্যারাবিকা রোস্টাভা), কাজুবাদাম ও তুলা আবাদ এলাকা সম্প্রসারণ	-	-	-	
	৪. সেচ কার্যক্রম বিস্তৃত করে পতিত উঁচু জমি সেচের আওতায় আনা	৬০%	৮০%	৯০%	
	৫. চিচিঙ্গা, করলা, ঝিঙা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, শিম, লাউ ইত্যাদি সবজি ফসলের উন্নত জাত সম্প্রসারণ	৭০%	৮০%	১০০%	
	৬. অম্লীয় মাটিতে ধানবিহীন ফসল আবাদে চুনের ব্যবহার	-	-	-	
	ছ) বিল অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের জাত (ব্রিধান ৫০, ৬৩, ৮১, ৮৮, ৮৯, হাইব্রিড ইত্যাদি), ডিপ ওয়াটার আমন ধান বা বোনা আমন ইত্যাদি সম্প্রসারণ	৭০%	৮০%	৯০%	
	২. পুকুরপাড়ে ও বসতবাড়িতে মডেল ভিত্তিক সবজি চাষ (পালিমা মডেল, গয়েশপুর মডেল, গোলাপগঞ্জ মডেল ইত্যাদি) ও মসলা ফসলের আবাদ বাড়ানো।	১০%	২০%	৩০%	
	৩. ঘের এলাকায় উচ্চ ফলনশীল সীম ও তরমুজ (বারি শিম ৬, ৭ ও বারি তরমুজ ২ ইত্যাদি) চাষ বাড়ানো	-	১০%	২০%	
	৪. ঘের ও ভাসমান চাষাবাদ সম্প্রসারণ	-	-	-	
	৫. গোপালগঞ্জ, খুলনা বিল অঞ্চলের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ	-	১টি	১টি	
	জ) চর অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. দানাদার, ডাল, তেল, তরমুজ, পেঁয়াজ, পাট, আখ, তুলা, সবজি ও ফল উৎপাদন	৮০%	৯০%	৯৫%	
	২. চর উপোযোগী দানাদার, ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উন্নত জাত প্রদান	১০%	৩০%	৭০%	
	৩. শস্য সংরক্ষণাগার স্থাপন (প্রতি ২০ হেক্টরে সংখ্যা)	-	১টি	২টি	
	৪. ছোট পরিসরে নার্সারী স্থাপন (প্রতি ১০০০ হেক্টরে সংখ্যা)	-	১টি	২টি	
	৫. রোপা আমন-বোরো-পতিত শস্য বিন্যাসে উফশী আধুনিক জাতের স্বল্পমেয়াদী আমন, সরিষা ও বোরো অন্তর্ভূক্তি	৫%	৩০%	৪০%	
	৬. সোলার সেচ পদ্ধতি চালু করা	-	-	-	
	৭. গুড় উৎপাদনের জন্য আখ চাষ	-	-	-	
	ঝ) শহর অঞ্চল:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, এআইএস
	১. ছাদ কৃষি প্রবর্তন (ওয়ার্ড প্রতি সংখ্যা)	১০	১০০	২০০টি	
	২. নার্সারী স্থাপন (ওয়ার্ড প্রতি সংখ্যা)	-	-	১টি	
	৩. অফিস প্রাঙ্গনে সম্ভাব্য অরনামেন্টাল প্লান্ট	১০%	৪০%	৮০%	
	৪. প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য পতিত জমিতে আবাদ	১০%	৪০%	৯০%	
	৫. আধুনিক ফলের জাত সম্প্রসারণ (বারি আম ৩, ৪, ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, বারি মাল্টা ১, বারি কাগজী লেবু ১, বারি লেবু ৪, ৫, বারি আমড়া ১, বারি পেয়ারা ২, ৪, বারি সফেদা ৩, বারি ড্রাগনফল ১, বারি আঁশফল ২, বারি জামরুল ৩ ইত্যাদি)	-	-	-	
২	৫.২ কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ,বারটান, ডিএএম
	১. ভুমিহীন ও বর্গাচাষীসহ বিভিন্ন শ্রেনীর কৃষকদের সমস্যা নিরূপণ করা	-	-	-	
	২. প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণে ভুমিহীন কৃষকদের অন্তর্ভুক্তি	১০%	২০%	৫০%	
	৩. প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণে বর্গাচাষীদের অন্তর্ভুক্তি	১০%	২৫%	৬০%	
	৪. কৃষি উদ্যোক্তাদের বাৎসরিক প্লানে প্রযুক্তি সহায়তা (ব্লক প্রতি উদ্যোক্তা)	৫ জন	১০ জন	২০ জন	
৩	৫.৩ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, এনএটিএ, ডিএএম, এআইএস
	১. জ্ঞানভিত্তিক কৃষি চর্চার মাধ্যমে উচ্চমূল্যের অধিক উৎপাদনশীল ফসল সম্প্রসারণ	১০%	২৫%	৫০%	
	২. ফসল বহুমুখীকরণে সম্ভাব্য হাইড্রোপনিক্স (টমেটো, মিষ্টি মরিচ বা ক্যাপসিকাম, শশা, নেটেড মেলন এবং দেশি-বিদেশী পাতা জাতীয় সবজি), গ্রীনহাউজ ,পলিনেট হাউজ, মালচিং পেপার ব্যবস্থা অনুসরণ	-	-	-	
	৩. মূল্য সংযোজনে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার	-	-	-	
	৪. কৃষক ও উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স সিস্টেমে যুক্তকরণ	-	-	-	
৪	৫.৪ উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা
	১. সম্প্রসারণ কর্মী, কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি	-	-	-	
	২. এনজিও, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বমূলক	-	-	-	

	অংশগ্রহণ (পিপিপি) নিশ্চিত করা ও স্বশিক্ষিত কৃষকদের আইডিয়া শেয়ার ৩. জেলা ও উপজেলা সভায় কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয় অর্ন্তভূক্তি ৪. কৃষি সম্প্রসারণের কমিটি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজে বিকেন্দ্রীকরণ ৫. অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণে প্রতি জেলায় পুরস্কার/ স্বীকৃতি প্রদান ও প্রচার ৬. নতুন ফসল ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অগ্রগামী কৃষকদল, উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাগণকে দেশ ও বিদেশে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং পুরস্কার/ স্বীকৃতি প্রদান	- ৫০% - -	- ৬০% - -	- ৮০% - -	উপজেলা পরিষদ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
৫	৫.৫ কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন ধারা ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনকারী সংগঠনের সক্ষমতার উন্নয়ন: ১. জেলা ও উপজেলায় কৃষি বানিজ্য কেন্দ্র/কৃষি বাজার স্থাপন ২. কৃষক গ্রুপ ও উৎপাদনকারী সংগঠনের পণ্যকে পরিবহন সুবিধায় আনা ৩. ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সংগ্রহোত্তর (প্রক্রিয়াজাতকরণ) উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ ৪. কৃষি বিপণন অবকাঠামো উন্নয়ন ৫. কৃষি শিল্প ও রপ্তানীর বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ৬. কৃষক সংগঠনসমূহকে মূল্য সংযোজন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা ৭. অ্যাপস ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ৮. জেলা/অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের ব্রান্ডিং চালু করা	- - - - - - - -	৬৪টি ২০% ১০% - - - - -	৪৯২টি ৫০% ৩০% - - - - -	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, বিএডিসি, ডিএএম, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস
৬	৫.৬ টেকসই কৃষক গ্রুপ/সংগঠন: ১. ফসল/পণ্য/কর্মকান্ড ভিত্তিক কৃষক গ্রুপ গঠন (ব্লক প্রতি সংখ্যা) ২. গ্রুপ/সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর (নিবন্ধনসহ) আওতায় আনা ৩. গ্রুপের পরিচিতির জন্য ডিজিটাল কোড ব্যবহার	১২টি ২০% -	২০টি ৩০% ৫০%	৩০টি ৫০% ১০০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডিএএম, সমবায় অফিস, বিএমডিএ
৭	৫.৭ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে গুরুত্বারোপ: ১. ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদের সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ২. অনাবাদী অথবা পতিত ও বসত বাড়ীতে সবজি ও ফল বাগান সৃজন ৩. উন্নত শস্য বিন্যাসসহ সমলয় চাষ (উপজেলা প্রতি সংখ্যা) ৪. কৃষক এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ ৫. উপযুক্ত ফসল বিন্যাসের ব্যবহার এবং সেই সাথে মৌচাষ এবং কৃষি বনায়ন সম্প্রসারণ ৬. কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের সমন্বিত চাষাবাদ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সকল অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ ৭. ন্যাচারাল রিসোর্সের রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা করা ৮. অধিকতর লাভজনক প্রযুক্তি যেমন মাশরুম, বায়োফ্লক ইত্যাদি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ	- - - ১০% - - - -	- ২৫% ১টি ৩০% - - ২০% -	- ৬০% ২টি ৫০% - - ৫০% -	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাইভেট সেক্টর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বারটান, এআইএস
৮	৫.৮ সম্প্রসারণ কর্মীদের সহযোগিতামূলক সেবা পদ্ধতি অবলম্বন: ১. ব্যবহারিক সম্প্রসারণ কর্মধারা অবলম্বন ২. তৃনমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন ৩. চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫০% ৮০% ৫০%	৬০% ৯০% ৭০%	৮০% ১০০% ১০০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এআইএস
৯	৫.৯ ই-কৃষি কার্যক্রম অগ্রায়ন: ১. ই-কৃষি সেল, ই-নথি/ ডি নথি, ই-টেন্ডার ২. এ্যাপসভিত্তিক সেবা কার্যক্রম জোরদারকরণ ৩. কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (প্রয়োজনে বিগ ডাটা সিস্টেম ব্যবহার) ৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড প্রচার ৫. দুর্যোগ সহনশীল কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ডিজিটালকরণ ৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন	১০% ১০% ২০% - ১০% ৩০%	২০% ৫০% ৪০% - ৩০% ৫০%	১০০% ১০০% ৮০% - ৫০% ১০০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এনএটিএ, সিডিবি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএমডিএ, ডিএএম, এআইএস, এআইএস
১০	৫.১০ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান: ১. খরা সহিষ্ণু ফসল (বারি হাইব্রিড টমেটো ৪, বারি লাউ ৪, বারি শিম ৭, বারি পানিকচু ১, বারি সরিষা ১৪, বারি চীনাবাদাম ৮, ৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬, বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ২, বারি মিষ্টি আলু ১২, বারি মিষ্টি আলু ১৬, বারি আলু ৩৭ ইত্যাদি) ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু জাতের আমন (ব্রি ধান ৫১, ৫২, ৭৯, বিনা ধান ২৩ ইত্যাদি) এলাকা সম্প্রসারণ ২. আমন আবাদকৃত নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু (বি আর ২৩, ব্রি ধান ৫২, ৭৯) ও জলামগ্নতা সহিষ্ণু (ব্রি ধান ৫১, ৫২, ৭৯ বিনা ধান ১১, ১২)	১০% ১০%	২০% ২৫%	৫০% ৬০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সিডিবি, এআইএস

	জাত সম্প্রসারণ				
	৩. বোরো মৌসুমে ঠান্ডা সহিষ্ণু জাতের আবাদ	-	১০%	৫০%	
	৪. দূর্যোগ পূর্বাভাস কৃষক পর্যায়ে দ্রুত পৌছানো	৪০%	৬০%	১০০%	
	৫. প্রতিকূল পরিবেশে উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তির ব্যবহার	১০%	৩০%	৪০%	
	৬. ভাসমান বেডে সবজি ও মসলার সম্ভাব্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ	২০%	৪০%	৬০%	
১১	৫.১১ সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা:				কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস
	১. কৃষকের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস	২৫%	৫০%	৮০%	
	২. কৃষি ক্লিনিক ও Rural Technology Centre (RTC) স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান (উপজেলা প্রতি সংখ্যা)	-	৫টি	১০টি	
	৩. কৃষি প্রণোদনা, কৃষি পূণর্বাসন জোরদারকরণ	-	-	-	
	৪. রাজস্ব কর্মসূচী বৃদ্ধি করে আধুনিক জাতের বীজের নিরাপত্তা বিধান	১০%	২৫%	৫০%	
	৫. বালাইনাশকের যৌক্তিক ব্যবহারসহ জৈব বালাইনাশক ব্যবহার সম্প্রসারণ	১%	৫%	১০%	
	৬. বীজ সংকট দূর করতে কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণ	২০%	৩০%	৪০%	
১২	৫.১২ বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা:				কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনএটিএ, ডিএএম, এআইএস
	১. ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত নারী, যুবক, প্রতিবন্ধী কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষীসহ সকল শ্রেণির কৃষকদের চাহিদানুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা	১০%	৩০%	৫০%	
	২. আধুনিক কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া	২০%	৩৫%	৬০%	
	৩. বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবার ক্ষেত্রে উচ্চমূল্য ফসল আবাদ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, নগর কৃষি, জৈব কৃষি, হাইড্রোপনিক্স, পলি হাউজ/গ্রীণ হাউজে ফসল চাষ, সংরক্ষণ কৃষি ও নতুন ফসলকে প্রাধান্য দেয়া	-	-	-	
১৩	৫.১৩ গুণগত মান নিশ্চিতকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বারটান, নাটা, সিডিপি, বিএডিসি
	১. উত্তম কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নতমানের ফল ও সবজি উৎপাদন	-	১০%	৩০%	
	২. ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য প্যাকিং হাউজ (সর্টিং, গ্রেডিং, ধৌতকরণ ও মোড়কজাতকরণের ব্যবস্থাসহ) নির্মাণ (সংখ্যা)	২টি	৫টি	১০টি	
	৩. ভার্মি কম্পোস্টসহ জৈব কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন (ব্লক প্রতি সংখ্যা)	-	২টি	৩টি	
	৪. উৎপাদিত কৃষি পণ্যে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা এবং ক্ষতিকারক জীবাণু ও বালাইয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি পরীক্ষার নিমিত্ত আঞ্চলিক ও পোর্ট পর্যায়ে পরীক্ষাগার স্থাপনসহ কেন্দ্রীয় অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব স্থাপন	-	১টি	২০টি	
	৫. সংগনিরোধ সেবা শক্তিশালীকরণ	-	-	-	
১৪	৫.১৪ আবহাওয়ার তথ্য উপাত্ত ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবহার:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, আবহাওয়া অধিদপ্তর, এআইএস, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস
	১. ইউনিয়ন পর্যায়ে আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ ও বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব বিষয়ে আগাম পূর্বাভাস ও সতর্ক করা	৮০%	৮৫%	১০০%	
	২. ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল রেইনগজ	৮০%	৯০%	১০০%	
	৩. উপজেলা প্রতি কিয়স্ক মেশিন	৯৮%	১০০%	১০০%	
	৪. উপজেলা প্রতি ডিজিটাল আবহাওয়া তথ্য-বোর্ড স্থাপন	-	২০%	১০০%	
	৫. অঞ্চলভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও, কৃষি টিভি (বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ ব্যবহার করে) অনুসরণ	-	১%	৫০%	
	৬. বজ্রপাত পূর্বাভাস	-	-	-	
১৫	৫.১৫ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে রাজস্ব খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি:				কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিডিবি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান
	১. মেলা অনুষ্ঠানে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ব্যবহার (উপজেলা প্রতি সংখ্যা)	১টি	১টি	১টি	
	২. সাম্প্রতিক জাতসমূহের প্রদর্শনী ও এডাপশন (বরাদ্দ টাকায়)	৭০কোটি	১০০কোটি	১৫০কোটি	
	৩. প্রয়োজন মোতাবেক প্রনোদনা কার্যক্রম	-	-	-	
১৬	৫.১৬ গবেষণা - সম্প্রসারণ সমন্বয় জোরদারকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, এনএটিএ, এআইএস
	১. সম্প্রসারণ, গবেষণা ও কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি (কর্মশালা/বছর)	১টি	২টি	৩টি	
	২. নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে ডিএই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	১০%	২০%	৫০%	
	৩. কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির সকল পর্যায়ের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখা (সভা/মৌসুম)	১টি	১টি	১টি	
	৪. গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	-	-	-	
১৭	৫.১৭ সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান,
	১. জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গবেষণা - সম্প্রসারণ যোগাযোগ ও সমন্বয় জোরদার করা	-	-	-	
	২. ইতোপূর্বে শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে	-	-	-	

	গঠিত কমিটিগুলোর অভিজ্ঞতা ব্যবহার ৩. সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নে গবেষণা কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা ৪. কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযোগ/সমন্বয় সাধন, জ্ঞান ও তথ্য বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা (সভা /বছর) ৫. গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ সুদৃঢ় করে ধারাবাহিকতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	- ১টি -	- ২টি -	- ৩টি -	বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, নাটা, ডিএএম
১৮	৫.১৮ আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থার সাথে সমন্বয়: ১. কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কৃষি বিষয়ক সংস্থা ও গবেষণা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এমওইউ করা ২. আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থার সাথে প্রতি বছর কারিগরি জ্ঞান বিনিময় সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন ৩. আন্তর্জাতিক কৃষি সংস্থার সাথে যৌথ কর্মপরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা	- - -	- ৫টি ৫০%	- ১০টি ১০০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডিএএম, সিডিবি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১৯	৫.১৯ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যবহারে গুরুত্বারোপ: ১. প্রনোদনা, পুনর্বাসন, উন্নয়ন সহায়তা, ঋণব্যবস্থা, প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণসহ প্রতি ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ব্যবহার করা ২. কৃষি উপকরণ কার্ডের জন্য কৃষকের ডাটাবেজ তৈরী	৮০% -	৯০% ৫০%	১০০% ১০০%	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা
২০	৫.২০ মাটির টেকসই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা: ১. ফসলের অবশিষ্টাংশ মাঠে রাখা ২. মাটির নমুনার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা (ব্লক প্রতি সংখ্যা) ৩. জমিতে জৈবসার ব্যবহার নিশ্চিত করা (ফসল বিন্যাসে লিগিউমসহ গভীর মূল) ৪. নগর বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরীর প্রক্রিয়া চালুকরণ ৫. গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার ৬. অতিমাত্রার কর্ষণ কমিয়ে আনা ৭. উপজেলায় "ভুমি এবং মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা" অনুসরণ বৃদ্ধিকরণ	৫% ১টি ৫% - - - -	২০% ৫টি ১০% ৫% - - -	৫০% ১০টি ২০% ২০% - - -	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এসআরডিআই, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সিডিবি
২১	৫.২১ কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার রোধকরণ: ১. দ্বিফসলী ও তিন ফসলী জমি রক্ষায় নিয়মিত আন্ত:মন্ত্রণালয় বৈঠক (বছরে সংখ্যা) ২. ফসলী জমি রক্ষায় কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ	- -	১টি -	১টি -	কৃষি মন্ত্রণালয়, ভুমি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এসআরডিআই, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা
২২	৫.২২ আমদানি নির্ভরতা হ্রাস ও রপ্তানিমুখী কৃষি উৎসাহিতকরণ: ১. রপ্তানী সম্ভাবনাময় পাট, মসলা, কাজুবাদাম, কফি, সামুদ্রিক শৈবাল, মাশরুম, ডাল, তেল, সবজি, ফল ও লেবুজাতীয় ফসলের আবাদ ২. বিদেশে জমি লিজ নিয়ে রপ্তানীমুখী ফার্মিং চালু করার উদ্যোগ ৩. রপ্তানীযোগ্য ফসল ও কৃষি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ ৪. রপ্তানীমুখী ফসল উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ খামার পদ্ধতি চালুকরণ ৫. রপ্তানীযোগ্য ফসল আমদানীকারক দেশের কমপ্লায়েন্স বিষয়ক চাহিদার উপর কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ (জন) ৬. প্যাকিং হাউজে কর্মরত শ্রমিকদের গ্রেডিং, সর্টিং, কুলিং ও প্যাকেজিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ৭. রপ্তানীকারক ও উৎপাদনকারীদের মধ্যে লিংকেজ বৃদ্ধিকরণ ৮. রপ্তানীকারক ও আমদানীকারক দেশের মধ্যে লিংকেজ বৃদ্ধিকরণ ৯. রেডিয়েশন টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে ফল, সবজি, মসলা ও গুদামজাত ফসলের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি হ্রাস করা ও রপ্তানী বৃদ্ধি করা	৫% - - - - - - - -	১০% - ২০% ১০% ২০০ ৬০% - - -	২০% - ৫০% ২০% ১০০০ ১০০% - - -	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, বিএডিসি, ডিএএম, সিডিবি

২৩	৫.২৩ জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং জিও স্পেসিয়াল ডাটাবেজের ব্যবহার:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, সিডিবি, নাটা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান
	১. ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ ও আগাম ফলন নির্ণয়	-	৫%	১০০%	
	২. জিআইএসভিত্তিক ক্রপ জোনিং	-	-	৫০%	
	৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকার Hazard mapping তৈরি করে সে অনুযায়ী অঞ্চলভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান	-	১০%	৫০%	
	৪. অতন্দ্র জরিপ কার্য সম্পাদনে ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রান্ত এলাকা শনাক্তকরণ ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ	-	-	৫০%	
	৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইত্যাদি) মোকাবেলা করা	-	১০%	৮০%	
	৬. মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মচারীদের জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং জিও স্পেসিয়াল ডাটাবেজের ওপর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা	-	৫%	৪০%	
২৪	৫.২৪ পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা জোরদারকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, বিএডিসি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
	১. ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমিয়ে সেচ কাজে সৌর শক্তির ব্যবহার	৫%	২০%	৪০%	
	২. জৈব কৃষি জনপ্রিয়করণ ও সংরক্ষণ কৃষি চালু	-	১০%	২০%	
	৩. প্রতি জেলায় পরিবেশবান্ধব কৃষির মডেল ইউনিয়ন স্থাপন	১টি	২টি	৩টি	
	৪. পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করা	১০%	২০%	৫০%	
	৫. আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ (ইউনিয়ন প্রতি সংখ্যা)	১টি	২টি	৩টি	
	৬. নবায়নযোগ্য জালানী ব্যবহার	-	-	-	
	৭. ডাগওয়েল পদ্ধতির সেচ চালু করা	-	-	-	
	৮. পরিবেশ বান্ধব কৃষি পণ্যের বিপণন বাড়ানো	-	-	-	
২৫	৫.২৫ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিএমডিএ
	১. গ্রামীন মেকানিক্স ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ (জেলা প্রতি সংখ্যা)	৩০ জন	৯০ জন	১৫০ জন	
	২. যন্ত্রপাতির সার্বজনীন ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা (ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এনালাইসিস করে ভাড়া নির্ধারন করা যেতে পারে)	-	-	-	
	৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে রিপার/কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার নিশ্চিতকরণ	-	১টি	২টি	
	৪. উপজেলায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টার বিতরণে ভূর্তকি চালু রাখা	৫০-৭০%	৫০%	৫০%	
	৫. যন্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থা স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে আইটি ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা (মোট যন্ত্রের শতকরা হার)	-	৪০%	১০০%	
	৬. উপজেলা পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগ	-	১ জন	১ জন	
	৭. কৃষি যন্ত্রপাতির খুচরা ও কাঁচামাল আমদানীতে শুল্ক সুবিধা নিশ্চিতকরণ (শুল্ক হার)	-	২%	১%	
	৮. প্রিসিশন এগ্রিকালচার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্তকরণ	-	-	-	
	৯. হাওর, চর ও পাহাড়ে বিশেষ ভর্তুকি	-	-	-	
	১০. তুলা চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কটন পিকার, কটন মিনি হার্ভেস্টার ও কটন উইডার ব্যবহার	-	-	-	
২৬	৫.২৬ কৃষি কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার সীমিতকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, নার্স প্রতিষ্ঠান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএডিসি, বিএমডিএ
	১. ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধিসহ দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা	-	-	-	
	২. সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে বিদ্যমান নীতি কাঠামো অনুসরণ করা	৩০%	৭০%	১০০%	
	৩. ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ	-	-	-	
২৭	৫.২৭ পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, বারটান, ডিএএম, এআইএস
	১. দানাদার ফসলের পাশাপাশি উদ্যান ফসল (শাক-সবজি, ফল) ডাল, তেল, মসলা, মৌ-চাষ এবং সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি উৎপাদন, গবেষণা ও বিপণন জোরদার করা	১০%	১৫%	২০%	
	২. উদ্যান ফসল চাষ জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় বীজ/চারা/কলম সহজলভ্য করা	৪০%	৬০%	১০০%	
	৩. পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ ফসল চাষে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা	-	-	-	
২৮	৫.২৮ কৃষি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ জোরদারকরণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএএম, বিজেআরআই, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিএসআরআই
	১. ক্রমোন্নতিশীল কৃষি শিল্পে চাহিদা নিরূপণ	-	-	-	
	২. কৃষি শিল্পের কাঁচামালের যোগান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে তথ্য, ঋণ, প্রণোদনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	-	-	-	
২৯	৫.২৯ কৃষি ঋণ:				কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প

	১. তরুণ কৃষককে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন	-	-	-	মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, ডিএএম, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
	২. কৃষি ঋণ প্রদানে ব্যাংকের সাথে উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষক তালিকা সমন্বয় করা যাতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করা যায়	২০%	৫০%	৮০%	
৩০	৫.৩০ কৃষিক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের তহবিল ব্যবহার:				কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ
	১. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন (মোট তহবিলের %)	-	১০%	১০%	
	২. বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন (মোট তহবিলের %)	-	-	৫%	
	৩. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন (মোট তহবিলের %)	-	১০%	১৫%	
	৪. ভরাট হয়ে যাওয়া খাল-নদী খনন/পুনঃখনন করে ভূউপরিস্থ পানির সংরক্ষণ আধার তৈরি (মোট তহবিলের %)	-	২০%	২০%	
	৫. উন্নত প্রযুক্তির প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ (মোট তহবিলের %)	-	৩০%	৫০%	
৩১	৫.৩১ কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, বন বিভাগ
	১. অনাবাদী জমিতে কৃষি বনায়ন	-	৫%	৩%	
	২. সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে ফল গাছ রোপণ	-	১০%	২০%	
৩২	৫.৩২ কৃষি পর্যটন:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পর্যটন কর্পোরেশন
	১. জলাবদ্ধ এলাকায় সুসজ্জিত ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ	-	-	-	
	২. পাহাড়ে কফি ও কাজুবাদাম বিস্তীর্ণ চাষ	-	৫%	১০%	
	৩. পর্যটন এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানে ব্যাপক বিস্তৃত সমলয় চাষ	-	-	-	
	৪. কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর নান্দনিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ গতিশীল করা	-	-	-	
৩৩	৫.৩৩ কৃষি পন্যের ব্র্যান্ডিং: {ব্রান্ডিং সম্ভাবনাময় ফসল/ জিআই পণ্য যেমন পার্বত্য এলাকার জুমিয়াদের বিন্নি ধান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, সাতক্ষীরা ও রাজশাহীর আম ও কাটোয়া (ডাঁটা), নরসিংদীর লটকন, ঝালকাঠির পেয়ারা, বরিশালের আমড়া, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাল, সোনামুগ ও লিচু, কিশোরগঞ্জের রাতাশাইল চাল, সিলেটের সাতকড়া ও জারা লেবু, চট্টগ্রামের দো-হাজারী আলু, শেরপুরের তুলশিমালা চাল, শরিয়তপুরের কালিজিরা ইত্যাদি}				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ, ডিএএম, সিডিবি
	১. ব্রান্ডিং সম্ভাবনাময় ফসল চাষে কৃষক প্রদর্শনী/ প্রশিক্ষণ (সংশ্লিষ্ট জেলায়)	-	৫টি	১০টি	
	২. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভোক্তাদের নিকট জনপ্রিয়করণ	-	-	-	
	৩. ব্রান্ডিং ফসলের বাজার সংযোগ বৃদ্ধি	-	৪০%	৮০%	
	৪. ব্রান্ডিং সম্ভাবনাময় ফসল চাষে ব্রান্ডিং এলাকায় কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার তেরী করা (প্রতি ইউনিয়নে সংখ্যা)	-	১০ জন	২০ জন	
৩৪	৫.৩৪ দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, ড্যাম, নাটা, এআইএস
	৫.৩৪.১ কৃষক:				
	১. সমসাময়িক প্রযুক্তি বিষয়ে প্রদর্শনী (ব্লক প্রতি সংখ্যা)	-	১ টি	১টি	
	২. ইউনিয়ন কৃষি অফিস পুরো অফিস সময়ে খোলা রাখা	-	১০০%	১০০%	
	৩. ইউনিয়ন কৃষি অফিসে কৃষকের প্রয়োজনীয় তথ্যের আধুনিকায়ন	৫০%	৭০%	৯০%	
	৫.৩৪.২ কৃষক গ্রুপ ও কৃষি উদ্যোক্তা:				
	১. টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিমানসমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি সরবরাহ	-	-	-	
	২. প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালু ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন	-	-	-	
	৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ	১০০%	১০০%	১০০%	
	৪. বাজার সংযোগ সম্প্রসারণ	-	-	-	
	৫.৩৪.৩ সম্প্রসারণ কর্মচারী, কৃষক ও কৃষক সংগঠন (আইপিএম ক্লাব, এফএফএস, আইসিএম ইত্যাদি):				
	১. কৃষক ও কৃষক সংগঠন (আইপিএম ক্লাব, FFS, ICM ইত্যাদি) এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ	-	-	-	
	২. ফলপ্রসু কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি	৯০%	১০০%	১০০%	
	৩. ভেজালমুক্ত কৃষি উপকরণ সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ	-	-	-	
	৪. অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি উদ্যোক্তা, সংগঠন ও কৃষকের সংযোগ স্থাপন	-	-	-	
	৫. অনলাইনে সেবা প্রদানে দক্ষতা উন্নয়ন	-	-	-	
	৬. সম্প্রসারণ কর্মীদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়োগের পূর্বে প্রশিক্ষণ বা ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা	-	৫০%	১০০%	
	৫.৩৪.৪ প্রতিষ্ঠান পর্যায়:				
	১. বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়ন	৬০%	১০০%	১০০%	
	২. জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমীর (NATA) জনবল বৃদ্ধি	-	৫০%	৮০%	

	৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিটিউট (ATI) স্থাপন	২০টি	৩০টি	৬৪টি	
	৪. প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফলপ্রসু সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমন্বয় জোরদার করা	-	-	-	
	৫. বিদ্যমান নার্সারী গাইডলাইনস এর আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা	-	৮০%	১০০%	
	৬. সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কারিগরি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করা	-	-	-	
	৭. জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধিকরণের স্বার্থে বীজ প্রত্যয়ন এজন্সীকে পুনর্গঠন	-	-	-	
৩৫	৫.৩৫ কৃষি ক্লিনিক আরটিসি ও কৃষি বানিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডিএএম
	১. কৃষি ক্লিনিকে প্রযুক্তি বিস্তার এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড় থেকে ফসল রক্ষা বিষয়ক প্রয়োগমুখী সেবা প্রদানের ওপর জোর দেয়া	৫০%	৮০%	১০০%	
	২. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সেবা সম্প্রসারণে ব্লকে Rural Technology Centre (RTC) স্থাপন	-	৫০%	১০০%	
	৩. কৃষকের দোরগোঁড়ায় গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি সহজলভ্য করার কার্যক্রম উৎসাহিত করা	-	-	-	
	৪. কৃষি বিপণন ও বাজার তথ্য কেন্দ্র স্থাপন	-	-	-	
৩৬	৫.৩৬ আমার গ্রাম আমার শহর:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, বিএডিসি, ডিএই, এলজিইডি, ডিএএম, বিএমডিএ
	১. গ্রাম পর্যায়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নবান্ধব অবকাঠামো তৈরি	-	-	-	
	২. প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন	-	১০%	২০%	
	৩. কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের কৃষি কাজে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষিতে টেকসই সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	-	-	-	
	৪. উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সরঞ্জামাদি সরবরাহসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণ	৫০%	৭০%	১০০%	
৩৭	৫.৩৭ সুবিন্যস্তকরণ, সাদৃশ্য বিধান, ও সমন্বয় সাধন:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা
	১. কৃষি সম্প্রসারণের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও পদ্ধতির সামঞ্জস্যতা যাচাই	-	-	-	
	২. বাংলাদেশের টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা ও কর্ম প্রয়াসের সাথে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয়, সুবিন্যস্ত ও প্রয়োজনমাফিক সাদৃশ্য বিধান করা	৫০%	৭০%	৯০%	
৩৮	৫.৩৮ সম্প্রসারণ সেবার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত মানোন্নয়ন:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এআইএস
	১. কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রত্যাশীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ধরন, চলমান প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই	-	-	-	
	২. সম্প্রসারণ সেবার গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের মাঠভিত্তিক তথ্যানুসন্ধান	৭০%	১০০%	১০০%	
৩৯	৫.৩৯ কৃষি সম্প্রসারণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও গবেষণা:				কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসআরডিআই, এআইএস
	১. যে সমস্ত কর্মকান্ডে একাধিক সংস্থা জড়িত সে সব ক্ষেত্রে সমন্বয় করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভায় নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া	-	সকল	সকল	
	২. সম্প্রসারণ সেবাদান পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহারের আর্থসামাজিক বিষয়ে গবেষণাধর্মী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করা	-	-	-	
	৩. নীতিমালার আওতায় কর্মকান্ডগুলোর লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক অর্জনসমূহ তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ করা	৫০%	৮০%	১০০%	
	৪. লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক এবং সংস্থাওয়ারী অগ্রগতি পরিবীক্ষণে একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (Strategic Plan) প্রণয়ন	-	১০০%	১০০%	
৪০	৫.৪০ নীতির অনুবাদ, ব্যাখা প্রদান, সংশোধন ও পরিমার্জনের এখতিয়ার:				কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই
	১. নীতির অনুবাদ, ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন ও পরিমার্জনের এখতিয়ার থাকবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের	-	-	-	
	২. ইংরেজীতে অনূদিত পাঠে কোন বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য হবে	-	-	-	
	৩. 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি- ২০২০' প্রকাশের সাথে সাথেই 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-১৯৯৬' বিলুপ্ত হবে	-	-	-	

০৬. উপসংহার

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষক ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি তথা খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের জন্য একটি কার্যকর বহুমুখী ও বাণিজ্যিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। আর সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে সরকারের কৌশলগত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও গতিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ফসল আবাদের ধারায় পরিবর্তন, কৃষি বাণিজ্য এবং বিদ্যমান বিভিন্ন নীতি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে যার আলোকে এই সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা। সামগ্রিক কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতায় একটি লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ কর্মপরিকল্পনা ভূমিকা রাখবে। আশা করা যায়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে এটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট ১. মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক

ক্রমিক নং	ইনডিকেটর /সূচক	বেইস ২০২২	টার্গেট ২০৩০	মিনস অব ভেরিফিকেশন (MOV)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১.	অঞ্চলভিত্তিক চাহিদার আলোকে আউশ, আমন, বোরো, ডাল, তেল, মসলা, সবজি ও ফল চাষে আধুনিক জাত সম্প্রসারণ	৩০%	৮০%	জাতভিত্তিক চাষযোগ্য জমির পরিমাণ, ফলন, শস্যের নিবিড়তা, কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা, যন্ত্রভিত্তিক চাষযোগ্য জমির পরিমান, কার্ডধারী কৃষক, মিডিয়া তথ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট তথ্য, অবকাঠামো, গেজেট, পরিদর্শন প্রতিবেদন, তালিকা, ছবি, ডকুমেন্টরী	কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস
২.	পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা	১০%	৭০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এসসিএ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, এআইএস
৩.	সারফেস ওয়াটার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা	২০%	৭০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, পানি উন্নয়ন বোর্ড
৪.	সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ	৫০%	৮০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.	পুকুর পাড়ে ও বসতবাড়িতে সবজি চাষ বৃদ্ধিকরণ	১০%	৩০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস
৬.	হাওর উপযোগী আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	৩০%	৮০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস
৭.	ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো	১৯৮%	২১০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস
৮.	কৃষক গ্রুপ/সংগঠনকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর (নিবন্ধনসহ) আওতায় আনা	২০%	৫০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এআইএস, উপজেলা সমবায় অফিস
৯.	কৃষক এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ	১০%	৩০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, নাটা
১০.	তৃনমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন	৫০%	৮০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস
১১.	কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	২০%	৮০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, এসসিএ
১২.	প্রতিকূল পরিবেশে উন্নত চাষাবাদ প্রযুক্তির ব্যবহার	১০%	৪০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস
১৩.	রাজস্ব প্রদর্শনী ও এডাপশন কার্যক্রম (প্রতি বছর কোটি টাকায়)	৭০কোটি	১৫০কোটি		অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১৪.	ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা অনুসরণ	১০%	৪০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, ডিএএম, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন
১৫.	যুবক, প্রতিবন্ধী কৃষক, ভূমিহীন ও বর্গাচাষীসহ সকল শ্রেণির কৃষকদের চাহিদানুযায়ী বিশেষায়িত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা	১০%	৫০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, এআইএস, ডিএএম, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
১৬.	ফল ও সবজি সংরক্ষণের জন্য প্যাকিং হাউজ নির্মাণ (সংখ্যা)	২টি	১০টি		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, এআইএস, ডিএএম

১৭.	ভার্মি কম্পোস্টসহ জৈব কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন (ব্লক প্রতি সংখ্যা)	-	৩টি		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা
১৮.	উৎপাদিত কৃষি পণ্যে বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা এবং ক্ষতিকারক জীবাণু ও বালাইয়ের উপস্থিতি ইত্যাদি পরীক্ষার নিমিত্ত পরীক্ষাগার স্থাপনসহ কেন্দ্রীয় অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব স্থাপন	-	২০টি		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রকল্প কর্মকর্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১৯.	প্রনোদনা, পুনর্বাসন, উন্নয়ন সহায়তা, ঋণব্যবস্থা, প্রদর্শনী স্থাপন ও প্রশিক্ষণসহ প্রতি ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের ব্যবহার করা	৮০%	১০০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২০.	কৃষি উপকরণ কার্ডের জন্য কৃষকের ডাটাবেজ তৈরী	-	১০০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২১.	রপ্তানী সম্ভাবনাময় মসলা, কাজুবাদাম, কফি, সামুদ্রিক শৈবাল, মাশরুম, ডাল, তেল, সবজি, ফল ও লেবুজাতীয় ফসলের আবাদ	৫%	২০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন
২২.	জৈব কৃষি জনপ্রিয়করণ ও সংরক্ষণ কৃষি চালু	-	২০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা, ডিএএম
২৩.	আইপিএম কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ (ইউনিয়ন প্রতি সংখ্যা)	১টি	৩টি		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা
২৪.	গ্রামীন মেকানিক্স ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ (জেলা প্রতি সংখ্যা)	৩০জন	১৫০ জন		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড
২৫.	উপজেলা পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগ	-	১ জন		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
২৬.	উদ্যান ফসল চাষ জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় বীজ/চারা/কলম সহজলভ্য করা	৪০%	১০০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিএডিসি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এআইএস, প্রকল্প কর্মকর্তা
২৭.	কৃষি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের তহবিল ব্যবহার	৫%	১০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এলজিইডি
২৮.	ব্রান্ডিং ফসলের বাজার সংযোগ	১০%	৮০%		কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এলজিইডি, ডিএএম, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

পরিশিষ্ট ২. খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

ক্র:নং	নাম ও পদবী এবং দপ্তর/সংস্থার নাম	কমিটির পদবী
০১	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, ঢাকা	সভাপতি
০২	জনাব মোহাম্মদ ইয়ামিন খান উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৩	ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
০৪	ড. শেফালী রাণী মজুমদার অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এসআরডিআই, ঢাকা।	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ আমিনুর ইসলাম তথ্য অফিসার (কৃষি), কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা।	সদস্য
০৭	প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী	সদস্য
০৮	ড. আককাস মাহমুদ আরএসসিও, ঢাকা অঞ্চল, এসসিএ, ঢাকা।	সদস্য
০৯	ড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
১০	ড. মোঃ জাকির হোসেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিজেআরআই, ঢাকা	সদস্য
১১	ড. কে এম ইফতেখারদৌল্লা সিএসও, ব্রি, গাজীপুর।	সদস্য
১২	ড. এ বি এম খালদুন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরসি, ঢাকা।	সদস্য
১৩	ড. মোঃ শামসুর রহমান সিএসও, বিএসআরআই, পাবনা	সদস্য
১৪	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম পরিচালক (প্রশাসন), নাটা, গাজীপুর।	সদস্য
১৫	ড. জহির উল্লাহ এসএসও, বারটান	সদস্য
১৬	ড. মোঃ ছরোয়ার জাহান মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর।	সদস্য
১৭	ড. মোঃ সিদ্দিকুন নবী মন্ডল উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিডাব্লিউএমআরআই, দিনাজপুর।	সদস্য
১৮	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, ডিএএম, ঢাকা।	সদস্য
১৯	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম প্রধান অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক, বিএডিসি, ঢাকা।	সদস্য
২০	জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) ডিএই, ঢাকা।	সদস্য
২১	ড. এইচ. এম. মনিরুজ্জামান উপপরিচালক (সম্প্রসারণ), ডিএই, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

শব্দ সংক্ষেপ

এআইএস (AIS)	:	Agriculture Information Service
অ্যাপস (Apps)	:	Applications
এটিআই (ATI)	:	Agricultural Training Institute
বিডাব্লিউএমআরআই (BWMRI)	:	Bangladesh Wheat And Maize Research Institute
বিএমডিএ (BMDA)	:	Barind Multipurpose Development Authority
সিডিবি (CDB)	:	Cotton Development Board
সিআইজি (CIG)	:	Common Interest Group
ডিএএম (DAM)	:	Department of Agricultural Marketing
ই- কৃষি (e-Krishi)	:	Electronic Krishi
এফএফএস (FFS)	:	Farmer Field School
জিএপি (GAP)	:	Good Agricultural Practices
জিআইএস (GIS)	:	Geographical Information System
আইসিএম (ICM)	:	Integrated Crop Management
আইপিএম (IPM)	:	Integrated Pest Management
আইওটি (IOT)	:	Internet of Things
এমওভি (MOV)	:	Means of Varification
এনএটিএ (NATA)	:	National Agricultural Training Academy
এনজিও (NGO)	:	Non Governmental Organization
আরটিসি (RTC)	:	Rural Technology Centre
এসসিএ (SCA)	:	Seed Certification Agency
এসডিজি (SDG)	:	Sustainable Development Goals
টিএন্ডভি (T&V)	:	Training & Visit

২০/০৮/২০২৩
(ড. এইচ.এম. মনিরুজ্জামান)
উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)
সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

20/08/2023
(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন)
সরেজমিন উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।